দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...02 SEP 1998 ...
পৃঃ 12 কলাম 2

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীন মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা প্রসারে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান
—আল কায়েসী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ গত সোমবার সকাল ১১টায় বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের প্রধান কার্যালয়ে কনফারেন্স হলে ইরাকের ধর্মমন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আলহাজ আলাউদ্দিন আল-কায়েসীর সম্মানে আয়োজিত বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইরাকী উপদেষ্টা প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের সভাপতি জনাব আলহাজ এম, এ, মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় ঢাকা মহানগরী জমিয়তে মোদারেছীন ও বিভিন্ন জেলা হতে আগত বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেন।

ইরাকের ধর্ম উপদেষ্টা তার ভাষণে বলেন, বিগত ২৫ বছর ধরে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের সভাপতি আলহাজ এম, এ, মান্নানের মাধ্যমে ইরাকের আওকাব ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি জনাব এম, এ, মান্নানের নেতৃত্বে ইরাক সরকারের দাওয়াতে বহুবার এদেশের জমিয়াতুল মোদারেছীনের কর্মকর্তা, বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম ও পীর মাশায়েখগণ ইরাক সফরে গিয়ে বাংলাদেশের ইসলামী ভাবমূর্তি তুলে ধরেছেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীন মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা প্রসারে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। তিনি বলেন, ইরাকের প্রেসিডেন্ট বীর মোজাহিদ জনাব সাদ্দাম হোসেন ইরাক ও আমেরিকার মধ্যকার যুদ্ধের পর অবরোধের কবলে পড়েও দেশের মসজিদের ইমাম, মোয়াজ্জেন ও খাদেমদের বেতন ৪ গুণ বৃদ্ধি করেন এবং মসজিদের ইমাম, মোয়াজ্জেন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ওলামায়ে কেরামগণ অসুস্থ হলে তাদের চিকিৎসার সম্পূর্ণ খরচ বহন করার ঘোষণা দিয়ে তা কার্যকরী করেছেন। তিনি বলেন, ইরাকের ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক ছেলে-মেয়েকে অন্যান্য বিষয় ছাড়া বাধ্যতামূলকভাবে শুদ্ধ করে (তাজবিদের সাথে) কোরআন শরীফ সম্পূর্ণ খতম করার আদেশ জারি করেছেন এবং তা কার্যকরী করা হচ্ছে। ইরাকে মদ্যপান, ব্যভিচার, চুরি,

১১-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

জমিয়াতুল মোদারেছীন

শেষের পাতার পর

ইত্যাদিতে কেউ যদি অভিযুক্ত হয় তাহলে কোরআন ও হাদীস মোতাবেক তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ইরাকের সর্বস্তরের ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন করার নির্দেশ জারি করেছেন এবং সেটি বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ইরাকই প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য আর্থিক সাহায্য দিয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বন্যার কবলে পড়ে যে অসহনীয় দুর্ভোগ পোহাচ্ছে তা আমি বাংলাদেশে আসার আগে বাগদাদে বসে টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছি। গত ২/৩ দিন ধরে বিভিন্ন বন্যাকবলিত এলাকা দেখে আমি নিজেকে সামাল দিতে পারিনি এবং চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। তবে বাংলাদেশের মানুষ এ বন্যার মছিবত হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য যেভাবে ধৈর্যের সাথে অগ্রসর হচ্ছে তা দেখে আমি অনেক কিছুর শিক্ষা গ্রহণ করেছি। সত্যিই এদেশের মানুষ ধার্মিক, সভ্য ও ধৈর্যশীল। তিনি বলেন, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, অতীতে বাংলাদেশের বন্যা ও দুর্যোগের সময় ইরাক আপনাদের পাশে সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে এসেছে। বিগত ৯ বছর ধরে আমরা অবরোধের মধ্যে রয়েছি এবং আমরা সরকার ও জনগণ মিলে আল্লাহর উপর ভরসা করে ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে এ সমস্যা মোকাবিলা ও অতিক্রম করে আসছি। ইনশাআল্লাহ খুব শিগগিরই এই অবরোধ উঠে যাবে। আমাদের সুদিন আসবে এবং সে সময়ে মুসলিম ভাই হিসেবে আমরা আপনাদের জন্য যা করা উচিত তা করতে দ্বিধাবোধ করবো না। তিনি বলেন, আমি নিশ্চিত যে, এ বন্যা চলে যাবে ইনশাআল্লাহ এবং বাংলাদেশের মানুষ রোনাজারি করে আল্লাহর কাছে এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চাইলে নিশ্চয়ই মুক্তি পাবে। আমি আশা করি, বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ ইরাককে অন্তর দিয়ে ভালবাসে। ইরাকের অবরোধ প্রত্যাহারে বাংলাদেশের মানুষ দোয়া করেন।

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের সভাপতি জনাব আলহাজ এম, এ, মান্নান বলেন, আমরা মুসলমান হিসেবে সব সময়ে ইরাককে আন্তরিকভাবে সমর্থন দিয়েছি। তিনি বলেন, আমাদের দেশে দলমত-নির্বিশেষে আমরা সবাই ইরাকের উপর থেকে অবরোধ প্রত্যাহারে প্রথম দিন থেকেই দোয়া করছি। তিনি বলেন, আমি আশা করি, আমাদের এ অনুভূতির কথা মাননীয় উপদেষ্টা ইরাকের প্রেসিডেন্ট, সরকার ও সংশ্লিষ্টদের কাছে পৌঁছে দেবেন। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষকদের বন্যার্তদের সাহায্যার্থে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও সংগঠনকে সহযোগিতা করার আহবান জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি ইতিমধ্যেই যে বন্যার্তদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে মাদ্রাসার শিক্ষকদের এক দিনের বেতনের প্রায় ৭৯ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে সেকথা উল্লেখ করেন। তিনি সকল ইমামকে জুমার ও অন্যান্য নামাজের পর বন্যার্তদের জন্য দোয়া করার আহবান জানান।

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের মহাসচিব জনাব আলাহাজ এম, এ, লতিফ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। তাকে সহযোগিতা করেন, ঢাকা মহানগরী জমিয়তের সভাপতি মাওলানা মোঃ ইউনুস।